লেকচার শীট-১

শ্রেণি:পঞ্চম বিষয়:বাংলা

অধ্যায়:শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

কাজী কাদের নেওয়াজ

কবিতাটি সম্পর্কে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে

*শিক্ষকের মর্যাদা অনুধাবন
*নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি
*বাদশাহ আলমগীরের উদার ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
*মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায় উদঘাটন

কবিতাটি সম্পর্কে অল্প কথায় জেনে নেই:

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন কাণ্ডারি । তিল তিল করে নীরবে নিভৃতে শিক্ষক তার আদর্শ দ্বারা জাতীয় আকাঙ্খার উপযোগী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলেন । সমাজ ও দেশের জন্য শিক্ষকের অবদান অপরিসীম । তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে । বাদশাহ আমলগীর উপলব্ধি করেছিলেন, যে ছাত্র তাঁর শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দিতে জানে না , শিক্ষকের সেবা করতে জানে না, সে কখনো পরিবার,সমাজ ও দেশের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না ।

কবিতাটির প্রথম ২০ লাইন মুখস্থ করবে:

কবিতাটির মূলভাব পড়বে:(আমার বাংলা বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে)

যুক্তবর্ণ ভেঙে শব্দ গঠন ও বাক্য গঠন কর:

ল্ল, ক্ষ, ত্র, ঙ্গ,স্ত, স্প, ঞ্চ, ষ্ঠ, র্গ, শ্র

*পড়ানো অংশ থেকে এক বাক্যের উত্তর দাও :

১. মৌলবি কেন ভয় পাচ্ছিলেন?
২. হঠাৎ করে মৌলবি কী ভাবলেন?
৩. বাদশাহ্ আলমগীর কে ছিলেন?

৪. শিক্ষকের চরণে কে পানি ঢালছিলেন?
৫. কখন কুমার শিক্ষকের চরণে পানি ঢালছিলেন?
৬. কে নিজের পায়ের আঙ্গুল সাফ করছেন?
৭. শিক্ষাগুরুর মর্যদা কবিতাটি কে লিখেছেন?
৮. কবি কাজী কাদের নওয়াজ কবে জন্মগ্রহণ করেন?
৯. কুমারকে কে পড়াইত?
১০. কাকে দিল্লির মৌলবি পড়াতো?
১১. বাদশাহ সকালে কী দেখেছিলেন?
১২. বাদশাহর কুমার কী করছিল?
১৩. মৌলবি কী করেছিলেন?
১৪. শিক্ষক কেন চিন্তায় পড়লেন?
১৫. ভাবতে ভাবতে শিক্ষকের চেহারা অবস্থা কেমন হয়েছিল?